শুরুর আগে

১৮৮৫ সালে হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড লিখেছিলেন এই কল্পকাহিনি। 'লস্ট ওয়ার্ল্ড' বা হারিয়ে যাওয়া জগৎ জঁরের অন্তর্গত লেখা 'কিং সলোমন'স মাইনস'। একশো পঁয়ত্রিশ বছর পরে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে পৌঁছেও আজও এ কাহিনি আমাদের আটকে রাখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। যা চেয়েছিলেন স্বয়ং লেখক। যার প্রমাণ মেলে এই বইয়ের লেখকের কথায়। চেয়েছিলেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম পড়ুক এই লেখা। হয়তো তার সে চাহিদাই শুনতে পেয়েছিলেন সুখমন সুলতান নামের একজন মানুষ। সেই সূত্রেই বাংলাদেশের নয়েস পাবলিকেশনের সহায়তায় আপনাদের সামনে এই কাহিনির এই প্রথম সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ নিয়ে আসার সুযোগ পেলাম।

শেষের দুটো বাক্য পড়ে হয়তো মনে হতে পারে, এ বই প্রকাশিত হয়েছে লিবের ফিয়েরি থেকে অথচ আমি অন্য এক প্রকাশনের কথা বলছি কেন! সত্যি বলতে কাজটা যখন শুরু করে ছিলাম তখন সুখমন ভাইয়ের সঙ্গে আমার চেনা পরিচিতিও ছিল না। ২০১৮ সালে ব্রেন স্ট্রোক হয়ে স্মৃতি হারানো আমার বাবা একদিন এই কাহিনি শুনতে চেয়েছিলেন আমার কাছে। প্রথম অধ্যায় অনুবাদ করেই থেমে গিয়েছিল সেই কাজ। কারণ, সবটা শোনার আগেই উনি আমায় ছেড়ে অন্য জগতে পাড়ি দেন। ২০২০'র নভেম্বরে সুখমন আমায় বলে, "দাদু [ভালোবেসে ও এটাই সম্বোধন করে আমায়] এই বইটা আমায় অনুবাদ করে দেবে। ছোটোবেলায় সেবার অনুবাদ পড়েছি। কিন্তু সে তো সংক্ষিপ্ত। আমি গোটাটা পড়তে ও পড়াতে চাই।" হয়তো আমার বই পড়ায় নেশা ধরানোর কারিগর বাবাও এরকম কিছু চাইছিলেন অজ্ঞাত জগৎ থেকে...কাজ শুরু করে দিয়েছিলাম। খুব 'এনজয়' করেছি নিজেও। একটা তথ্য এই সূত্রে জানিয়ে রাখি এই কাহিনি বেশ কয়েকবার সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু একবারও যথাযথ গল্প দেখানো হয়নি। ফলে যারা সিনেমাটা দেখেছেন তারাও নতুন কিছু পড়ার বা জানার সুযোগ পাবেন। আর একটা তথ্য এই সূত্রে জানিয়ে রাখি,

১৯৬৫ সাল অবধি এই বইয়ের তিরাশি মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে।

একরাশ ভালোবাসা সুখমন ভাইকে এই বইটা সেই সময়ে অনুবাদের অনুরোধ করার জন্য। কারণ এটার সঙ্গে আলাদাই একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। যদিও সেই সময় পাণ্ডুলিপি পাঠানোর পর আজ অবধি ওটা প্রকাশিত হয়নি। আমিও অন্য কাজে মগ্ন থাকায় ওটা নিয়ে ভাবিনি। কিছুদিন আগে আমার এক পাঠক সেই সময়ে বইটা নিয়ে ফেসবুকে করা একটা পোস্ট সূত্রে জানতে চান বইটা কীভাবে সংগ্রহ করা যায়। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে জানিয়েছিলাম ওটা এখনও প্রকাশিত হয়নি। এরপরেই ফেসবুকেই লিবের ফিয়েরির পাণ্ডুলিপি আহ্বানের পোস্ট দেখে মাননীয় অরুনাভ দাদাকে একটা মেসেজ করি। জবাবে দুটো দিন সময় চেয়ে নেন উত্তর দেওয়ার জন্য। তারপর 'প্রপোজাল' মেইল করতে বলেন। করেছিলাম। ফলাফল আপনাদের হাতে।

ধন্যবাদ লিবের ফিয়েরির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে এবং এ বইকে হাতে ধরার উপযুক্ত যারা করে দিলেন তাদের সবাইকেও। আশা রাখছি বর্তমান প্রকাশনা থেকে এর আগে প্রকাশিত আমার করা অনুবাদ কিরোর 'সত্যি ভূতের গল্প'র মতোই এটাকেও আপনারা নিজেদের সংগ্রহে রাখবেন।

বহরমপুর মুর্শিদাবাদ
২৫ ডিসেম্বর ২০২৪

প্রতিম দাস

মূল গ্রন্থের দশ বছর পূর্তি সংস্করণে লেখকের কথা

লেখক হিসাবে পাঠকদের ধন্যবাদ জানানোর এই সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করলাম। গত বারো বছর ধরে তারা এই লেখাটিকে ভালোবেসেছেন। আশা করি আগামীদিনে আরও আরও অনেক পাঠক পাঠিকার হাতে এই লেখা পৌঁছে যাবে। সঙ্গেই এটাও আশা করি যে, এখনও যারা হৃদয়ে মনে তরুণ, তাদের বিনোদনের অন্যতম উপায় হবে এই গুপ্তধন, যুদ্ধ এবং দুঃসাহসিক অভিযানের বিবরণ। যা বজায় থাকবে বছরের পর বছর।

ডিচিংহাম
১১ মার্চ, ১৮৯৮

এইচ রাইডার হ্যাগার্ড

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

১৯০৭ সাল, নতুন সংস্করণের প্রকাশ উপলক্ষ্যে, দশ বছর আগে লেখা কথার সঙ্গে এই মুহূর্তে আমি কেবল এটাই বলতে পারি যে, আমি খুবই খুশি। আমার কল্পনা সৃষ্ট জগতের কাহিনি এখনও অনেক পাঠককে আনন্দ দিতে পারছে। কল্পনার সেই জগৎ সত্যি দিয়ে যাচাই করা হয়েছে; কিং সলোমনের খনি যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম তা আবিষ্কৃত হয়েছে। সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী সেখান থেকে আবার সোনা খুঁড়ে আনা হচ্ছে। উঠিয়ে আনা হচ্ছে হিরেও। কুকুয়ানারা বা বলা ভালো মাতাবেলেদের নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে শ্বেতাঙ্গের গুলিবারুদের সাহায্যে। তবুও আমি মনে করি সেসব সত্যি জেনেও এখনও অনেককেই এই সহজ সরল লেখা পড়ে আনন্দ পান। আশা করব সেই আনন্দ পাওয়াটা যেন বজায় থাকে তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের কাছেও, অথবা আরও দীর্ঘ সময়। আমি নিশ্চিত, আমাদের পুরনো এবং বিদায় নেওয়া বন্ধু, অ্যালান কোয়াটারমেনেরও মনেও সেই আশাই ছিল।

এইচ রাইডার হ্যাগার্ড
ডিচিংহাম, ১৯০৭

লেখকের উপস্থাপন

বইয়ের মুদ্রণের কাজ সম্পাদন হয়ে গিয়েছে। পাঠকের দরবারে পৌঁছেও যাবে কিছুদিনের ভিতর। কিন্তু লেখার ধরন এবং বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকে ওই বিবরণীতে যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আছে তার দায়ভার আমার মনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। আমাকে ভাবাচ্ছে। একটা কথাই শুধু বলতে পারি এতে এমন অনেক বিষয় উল্লেখ করাই হয়নি যা আমরা দেখেছিলাম এবং করেছিলাম। কুকুয়ানাল্যান্ডে আমাদের ভ্রমণের সঙ্গে এমন অনেক বিষয় জড়িয়ে রয়েছে যা নিয়ে আমি আরও ভাবনা চিন্তা করতে চাইব। যার অনেক কিছুই ওখানে উল্লেখ করা হয়নি। যার মধ্যে আছে চেন আর্মার বা শিকল নির্মিত বর্মগুলোর কৌতূহলজনক কিংবদন্তি। যা আমাদেরকে লুয়ের লড়াইয়েতে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এছাড়াও স্ট্যালাকটাইট গুহা মুখের সেই 'সাইলেন্ট ওয়ানস' বা বিশাল মাপের মূর্তি। তবে আমি যদি নিজের মতো করে ভাবি তাহলে কিছু ক্ষেত্রে জুলু এবং কুকুয়ানা উপভাষার মধ্যে পার্থক্যের কথাও আমাকে বলতেই হতো। যেগুলোর বিষয়ে আমার মন একেবারে নিশ্চিত। এছাড়াও, কয়েক পৃষ্ঠা ব্যয় করা দরকার ছিল কুকুয়ানাল্যান্ডের স্থানীয় জীবজন্তু, গাছপালা এবং উদ্ভিদের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।* এরপরেও থেকে যাচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়টা– যাকে কেবলমাত্র ঘটনাক্রমের স্বার্থে মোটামুটিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে – ওই স্থানের দুর্দান্ত সামরিক বাহিনী। যা আমার মতে, যে কোনও দেশের তুলনায় অনেক উন্নত মানের। যা চালু করেছিলেন জুলুল্যান্ডে তাদের প্রধান 'চাকা'। যে বিষয়টাকে অতি দ্রুত সাজিয়ে গুছিয়েও নেন উনি। যেখানে তাদের এক অদ্ভুত জীবন চর্চা, ব্রহ্মচর্য পালন পদ্ধতিরও প্রয়োজন হয়নি।

সবশেষে, আমি কুকুয়ানাদের ঘরোয়া পারিবারিক রীতিনীতির কথাগুলো খুব কমই তুলে ধরেছি। যার মধ্যে অনেকগুলোই অত্যধিক মাত্রায় অদ্ভুত। উল্লেখ করিনি তাদের ধাতু ঢালাই শিল্প বিষয়ে দক্ষতার কথা। এই বিষয়টায় তারা অর্জন করে অসামান্য দক্ষতা। যার প্রমাণ মেলে ওদের 'টোল্লাস' বা ভারী ওজনের ছুঁড়ে মারার জন্য বিশেষভাবে বানানো ছুরিতে। লোহা পিটিয়ে বানানো ছুরিগুলোর

নির্মাণ দক্ষতার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

এত সব বিষয় বলার পর আসল কথা এটাই যে, আমি ভেবেছিলাম (স্যার হেনরি কার্টিস এবং ক্যাপটেন গুডও সহমত হয়েছিলেন) সবচেয়ে ভালো হবে যদি গল্পটা সহজ সরল, সোজাসাপটা উপায়ে বলা যায়। সবকিছু বলার কোনও দরকার নেই সেখানে। যতটুকু না বললে নয় সেটাই বলব। তার সঙ্গে এটাই জানিয়ে রাখছি, কেউ যদি এ বিষয়ে অতিরিক্ত জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহলে আমি অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে যে কোনোরকম তথ্য জানাতে পারলে আনন্দিত হব।

অবশেষে সবার কাছে ক্ষমা চেয়েও রাখছি আমার সাহিত্য গুণমানহীন লেখনীর জন্য। এর অজুহাত হিসাবে বলতে পারি যে, আমি কলমের চেয়ে রাইফেল ব্যবহার করতে বেশি অভ্যস্ত। ফলে এই লেখায় উপন্যাস-সম দুর্দান্ত মানের সাহিত্য গুণমান আছে সেই ভানও করতে চাই না। কারণ আমি নিজেও মাঝে মাঝে এক আধটা উপন্যাস পড়েছি। সেখানে যে ধরনের জটিল লেখনীর ধার বা ভার প্রদর্শিত হয় তা নিজে পেশ করতে পারিনি বলে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে একই সঙ্গে আমি এটাই বিশ্বাস করি যে, সরল জিনিস সর্বদাই সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষক হয়। সেই ধরনের বইগুলোই বুঝতে সুবিধা হয় যা সহজ সরল ভাষায় লেখা হয়। যদিও আমার সম্ভবত কোনও অধিকারই নেই এই বিষয়ে কোনও মতামত পেশ করার। কুকুয়ানা প্রবাদ অনুসারে, "ধারালো বর্শার পালিশের দরকার পড়ে না।" এই একই নীতি মেনে আমিও আশা করি যে, একটা সত্যি গল্পের তা সে যতই অদ্ভুত হোক না কেন, তাকে কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ দিয়ে সাজানোর প্রয়োজন হয় না।

অ্যালান কোয়াটারমেন

**ওখানে আমি আট প্রজাতির অ্যান্টিলোপ হরিণ দেখতে পেয়েছিলাম, যাদের দেখা এর আগে কোথাও পাইনি। বহু নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ দেখতে পেয়েছিলাম, যার বেশিরভাগই বাল্বাস গোত্রের। - অ্যা কো*

।।স্যার হেনরি কার্টিসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।।

জীবনের পঞ্চান্নতম জন্মদিন পার করে এসে হাতে কলম তুলে নিলাম কিছু লেখার জন্য। নিশ্চিতভাবেই এটা একটা কৌতূহলজনক ব্যাপার। এ তো আসলে এক ইতিহাস লেখা। এক অভিযানের ইতিহাস। অবাক হয়ে ভাবছি যখন এ লেখা শেষ হবে তখন এটা ঠিক কী ধরনের লেখায় পরিণত হবে। অবশ্য যদি এই অভিযানের শেষ দফায় আমি পৌঁছাতে পারি! জীবনে অনেকরকম কাজ করেছি। সে এক দীর্ঘ পরিক্রমা বলেই আমার মনে হয়। খুব অল্প বয়স থেকেই আমার কাজ করার শুরু। এমন একটা বয়স, যখন আমার মতো ছেলেরা স্কুলে যায়; আমি সেই সময় থেকেই উপার্জন করা শুরু করেছিলাম। তখন থেকেই নানা রকম ব্যবসা, শিকার, লড়াই সব কিছু করেছি। এমনকি খনিতেও কাজ করেছি। তবুও মাত্র আট মাস আগে আমার নিজের জন্য কিছু সম্পদ জমাতে পেরেছি। যার আকার আয়তন বেশ ভালোই। যদিও এখনও জানি না সেটার মূল্য ঠিক কতটা। তবে আমার মনে হয় না, গত পনেরো বা ষোলো মাস ধরে যা ভোগ করলাম দ্বিতীয়বার সেরকম কিছু করতে চাইব এরকম কিছুর জন্য। শেষ অবধি এসবের ভিতর থেকে এ সমস্ত নিয়ে নিরাপদে অভীষ্ট লক্ষ্যে আমাকে পৌছাতে হবে। জানি না সেটাও সম্ভব হবে কি না। এসব কথা বলছি কারণ, আমি এমন একজন ভীতু মানুষ যে, হিংস্রতা পছন্দ করে না এবং অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনলেই অসুস্থতা বোধ করে। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, কেন আমি এই বই লিখতে যাচ্ছি; কারণ এটা আদপেই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা নয়। আমি কোনও সাহিত্যিক নই। তবে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং ইনগোল্ডসবি কিংবদন্তীগুলো আমার খুব পছন্দের বিষয়। আপাতত সবার

আগে একবার খুঁজে দেখা যাক এই কাজটা করার পিছনে আদপেই কোনও কারণ আছে কী না।

প্রথম কারণ:- স্যার হেনরি কার্টিস এবং ক্যাপটেন জন গুড আমাকে এটাই করতে বলেছেন।

দ্বিতীয় কারণ:- আপাতত বাঁ পায়ে অসহ্য ব্যথা এবং কষ্ট নিয়ে ডারবানে পড়ে আছি। বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন সিংহটা যখন আমাকে আক্রমণ করেছিল তখন থেকেই আমি এর জন্য দায়বদ্ধ। তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার এটাই যে, আমি খোঁড়ানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারছি না। সিংহের দাঁতে মনে হয় বিষ থাকে, তা না হলে ক্ষত সেরে যাওয়ার পর আবার কী করে সেই জায়গা পুনরায় বিষিয়ে ওঠে। একেবারে বছরের ঠিক সেই সময়টাতেই যে সময়ে যখন ওই আঘাত লেগেছিল? এটা বিশ্বাস করাই কঠিন সারা জীবনে যে মানুষটা পঁচাশিটা সিংহকে গুলি করে মেরেছে, তার বাঁ পাটাকেই ছেষট্টি নম্বর সিংহটা মওকা পেয়ে তামাকের মতো চিবিয়ে রেখে দিল। এর ফলে কী হল? আমার দৈনন্দিন জীবনধারা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অন্যান্য ব্যাপারগুলো তো বাদই দিলাম। সোজা কথায় আমি একজন সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতে পছন্দ করা মানুষ। যে কারণে এরকম কিছুকে মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। অবস্থাটা আশা করি বুঝতেই পারছেন।

তৃতীয় কারণ:- আমি আমার ছেলে হ্যারির সঙ্গে দেখা করতে চাই। যে ডাক্তার হওয়ার জন্য লন্ডনে পড়াশোনা করছে। তাকে চমকে দিতে চাই, আনন্দ করার সুযোগ দিতে চাই। এক সপ্তাহ বা আরও কিছু সময়েই জন্য তাকে অন্য রকম জীবনের স্বাদ দিতে চাই। অধ্যয়নরত অবস্থায় হাসপাতালের কাজ করাটা যথেষ্ট একঘেয়ে ধরনের। মৃতদেহ কাটতে কাটতে কাটতে ক্লান্তি আসতেই পারে। কিন্তু আমি যেটা লিখব সেটা আর যাই কিছু হোক না কেন, বিবর্ণ রসকষবিহীন বিবরণ হবে না মোটেই। সে যখন এই লেখাটা পড়বে তখন ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে কিছুটা হলেও ঢেউ উঠবে।

চতুর্থ ও শেষ কারণ:- আমি এমন এক বিস্ময়কর কাহিনি বলতে চলেছি, যা আমি নিজে দেখেছি। এক্ষেত্রে একটা তুচ্ছ বিষয়ও হয়তো বলা দরকার। এই কাহিনিতে একমাত্র ফাউলাটা ছাড়া আর কোনও নারী চরিত্র নেই। না না ভুল হল, এ কাহিনিতে সেখানে গাগাওলাও [*]তো আছে। অবশ্য যদি সে কোনও দানবী না হয়ে, নারী হয় তবেই। তার বয়স অন্তত একশো, যে কারণে

বিবাহযোগ্যা নয়। তাই তাকে আমার তালিকায় রাখতে পারছি না। সোজাসুজি বলেই দিচ্ছি আমার এই বিবরণের কোথাও একটা পেটিকোট পর্যন্ত নেই।

যাকগে এবার আসল কথাতেই চলে যাওয়া ভালো। খুব কঠিন ব্যাপার। আমি তো সূচনা লগ্নেই আটকে থেকে গিয়েছি। 'সাজেস সাজেস' বোয়াররা যেমন বলে আর কী, ঠিক কী যে বলে বোঝাই যায় না। ওই যাকে বলে, 'ধীরে ধীরে'। অর্থাৎ অপেক্ষা করুন। সেরা দল সব সময় এগিয়েই থাকে, যদি না তাদের আভ্যন্তরীণ হাল খারাপ থাকে। অশক্ত বলদ দিয়ে ভালোভাবে চাষের কাজ করা যায় না। যাকগে, শুরু করি তাহলে।

"আমি, অ্যালান কোয়াটারমেন, ডার্বান, নাটালের অধিবাসী, ভদ্র নাগরিক, শপথ নিয়ে জানাচ্ছি"- এভাবেই আমি আমার জবানবন্দি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বলতে শুরু করে ছিলাম। যার বিষয় ছিল খিভা এবং ভেন্টভোগেলের দুঃখজনক মৃত্যু। কিন্তু এভাবে সম্ভবত কোনও বই লেখার শুরুটা করা যায় না। তাছাড়া, আমি কি সত্যিই ভদ্র নাগরিক বা ভদ্রলোক? ভদ্রলোক কাকে বলে? আমি ঠিকঠাক জানি না এবং এই মুহূর্তে আমাকে নিগারদের বিষয়ে কিছু বলতে হবে; না, 'নিগার' শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাই না বা কারণ আমি এটা পছন্দ করি না। আমি জানি এরা হল স্থানীয় মানুষ। আপনিও সেটাই বলবেন। হ্যারি, মাই বয়, তুমি এই গল্প পড়া শুরু করার আগেই জানিয়ে রাখি, আমি অনেক অনেক সাদা চামড়ার মানুষকে চিনি, যাদের অনেক অনেক ধনসম্পত্তি আছে; তারা সবেমাত্র বাইরের জগৎটাকে যারা দেখতে শুরু করেছে, তারা এই তালিকায় পড়ে না। যাই হোক, আমি একজন ভদ্রলোক হিসাবেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম, যদিও আমি সারা জীবন ধরে একজন গরিব ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী এবং শিকারি হিসাবেই রয়ে গেলাম।

আমি ঠিক কী অবস্থায় আজও রয়েছি সেটা আমি জানি না। এ বিষয়ে তুমি অবশ্যই ভেবেচিন্তে বিচার করে দেখবে। তবে ঈশ্বর জানেন আমি চেষ্টা করেছি। আমার জীবনকালে অনেক মানুষকে হত্যা করেছি। কিন্তু কখনই অযৌক্তিকভাবে হত্যা করে নিজের হাত রক্তে ডুবাইনি। যা করেছি তার সবই কেবলমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদে। সর্বশক্তিমান আমাদের জীবন দিয়েছেন এবং আমি মনে করি তিনি আমাদের সেটাকে নিজের মতো করে রক্ষা করার সুযোগটাও দিয়েছেন। অন্ততপক্ষে আমি সর্বদাই এই নিয়ম মেনে কাজ করেছি।

আশা করি আমার জীবন ঘড়ির কাঁটা যখন শেষবার নড়ে থেমে যাবে, তখন

[*] গাগুলকে এই নামে একবারই লেখক উল্লেখ করেছেন – অনুবাদক।

আমার বিরুদ্ধে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না।

আমার মতো ভীতু মানুষ এটাই বলতে পারি যে, যে জগৎটায় আমরা বসবাস করি সেটা এক অদ্ভুত ভয়ংকর জায়গা। আমি বাধ্য হয়েছি অযথা খুনোখুনির জগতে পা রাখতে। এটা করার অধিকার আমার আছে কি না বলতে পারি না, তবে এটা বলতেই পারি যে আমি কখনও অসৎ পথ অবলম্বন করিনি। হ্যাঁ, একবার আমি এক কাফিরকে গবাদি পশুর লেনদেনের ক্ষেত্রে ঠকিয়েছিলাম। কিন্তু সে সেই দরদামের শুরুর সময় থেকে আমার সঙ্গে ঝামেলা পাকিয়েই চলেছিল।

সে সব কথা থাক, আজ থেকে আট মাস বা তার কিছু সময় আগে আমার সঙ্গে স্যার হেনরি কার্টিস এবং ক্যাপটেন গুডের দেখা হয়। সে সময় আমি বামানগাটোতে হাতি শিকার করতে গিয়েছিলাম। চরম দুর্ভাগ্য আমাদের পিছু নিয়েছিল। ওই সফরে কিছুই ঠিকঠাক ঘটছিল না। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো এর সঙ্গে আমাকে আক্রমণ করেছিল জ্বরের প্রকোপ। শরীর মোটামুটি ভালো হয়ে আসতেই আমি ডায়ম্নড ফিল্ডের এলাকায় চলে যাই। সঙ্গে থাকা হাতির দাঁত বিক্রি দিই। সঙ্গেই বেচে দিই আমার ওয়াগন এবং গরুগুলোকেও। আমার দলের সব শিকারিদের বিদায় জানাই। তারপর গাড়িতে চেপে রওনা দিই কেপের উদ্দেশে। কেপটাউনে এক সপ্তাহ কাটিয়ে বুঝতে পারি, ওখানে হোটেলে আমার কাছ থেকে সব কিছুর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি নেওয়া হচ্ছে। এর ভিতরেই অবশ্য ওখানে দেখার মতো যা যা আছে সব দেখে নিই। বোটানিকাল গার্ডেনগুলো দেখে আমার মনে হয়েছিল এইগুলো এই দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সংসদের নতুন ভবনটাও দেখেছিলাম, যদিও মনে হয়নি এখান থেকে কাজের কাজ কিছু হবে।

অবশেষে ডানকেল্ড জাহাজে চেপে নাটালে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তার আগে ইংল্যান্ড থেকে আগত এডিনবার্গ ক্যাসেল জাহাজের জন্য জাহাজঘাটায় শুয়ে বসে অপেক্ষা করতে হয়। সময় হতেই আমার কামরা বুঝে নিয়ে জাহাজে উঠলাম। বিকেলে এডিনবার্গ ক্যাসেল থেকে নাটালের যাত্রীরা নেমে আসে এবং নোঙ্গর উঠিয়ে নিতেই শুরু হয় সমুদ্র যাত্রা।

জাহাজে যে সমস্ত যাত্রী ছিল তাদের ভিতর এমন দুজন ছিলেন যারা আমার কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়ে দেন। এদের ভিতর একজনের বছর তিরিশেক বয়স। এত লম্বা এবং এরকম বিশাল চওড়া বুকওয়ালা মানুষ আমি এর আগে কোনোদিন দেখিনি। চুলের রঙ হলুদ। লম্বা দাড়িটাও একই রঙের। পরিষ্কার

কাটা কাটা মুখ। বড়ো মাপের ধূসর চোখ। আমি কখনও এরকম ছিমছাম চেহারার মানুষ দেখিনি এবং একে দেখে প্রাচীন ডেনমার্কের অধিবাসীদের কথা মনে হয়েছিল। আমি প্রাচীন ডেনদের সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানি না। যদিও আমি এক আধুনিক ডেনের কথা মনে করতে পারি যিনি আমার দশ পাউন্ড লস করে দিয়েছিলেন। মনে পড়ল আমি এরকম কিছু মানুষের ছবি দেখেছি। এদের সাদা চামড়ার জুলু বললেও ভুল হবে না। যারা বড়ো শিং-এর মতো দেখতে পাত্র থেকে মদ্যপান করছিল। বড়ো চুল ঝুলে ছিল পিঠের উপর দিয়ে। মানুষটা ওখানকার সিঁড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল লোকটা যদি চুলটাকে আরও একটু বাড়তে দেয়, ওই বিশেষ দুর্দান্ত কাঁধে যদি চাপায় শিকল নির্মিত বর্ম, হাতে থাকে যুদ্ধ-কুঠার আর শিং-এর মতো দেখতে মগ, তাহলে মানুষটা অনায়াসে ওই দলের একটা অংশ হয়ে যেতেই পারে। কৌতূহলজনক ব্যাপার হল পরবর্তী সময়ে জানতেও পারি মানুষটার শরীরে সত্যিই ড্যানিশ রক্ত বইছে। [*] ইনিই স্যার হেনরি কার্টিস। ওই মুহূর্তে মানুষটাকে দেখে আমার অন্য আর একজনের কথা মাথায় আসছিল। কিন্তু সেটা কে তা কিছুতেই মনে করতে পারিনি। আর একজন মানুষ স্যার হেনরির সঙ্গে ওই সময় কথা বলছিলেন। ইনি ছিলেন একেবারেই অন্যরকম। আন্দাজে ধরেই নিয়েছিলাম ইনি নিশ্চিত নৌ অফিসার। আমি জানি না কেন, তবে একজন নৌবাহিনীর সদস্যকে চিনতে ভুল করা খুব শক্ত কাজ। জীবনে বেশ কয়েকবার আমি এরকম মানুষদের সঙ্গে শিকারের সফরে গিয়েছি। বলতেই হবে এরা সব সময়ই সাহসী এবং খুব ভালো বন্ধুসুলভ আচরণ করেছেন আমার সঙ্গে। যদিও এদের দুর্নাম আছে অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের জন্য।

দু'এক পাতা আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভদ্রলোক কাকে বলে? আমি এবার তার উত্তর দেব: একজন রয়েল নেভির অফিসারকে এর উদাহরণ হিসাবে পেশ করাই যায়। যদিও এদের ভিতরে দু'একজন এমনও থাকেন যাদের এই তালিকায় কুলাঙ্গার বলাই যায়। আমার মনে হয় এদের হৃদয় থেকে সমস্ত তিক্ততা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয় প্রশস্ত সমুদ্রর পরিবেশ এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য বাতাস। এর কারণেই এরা এরকম ভদ্রলোকে পরিণত হয়।

যাই হোক, মোদ্দা কথা হলো, এবারেও আমার অনুমান সঠিক ছিল। জানতে

[*] প্রাচীন ডেনমার্কের অধিবাসীদের সম্পর্কে কোয়াটারমেনের ধারণা একটু বিভ্রান্তীকর বলেই মনে হচ্ছে। আমরা ভালো করেই জানি যে তাদের চুলের রঙ কালো। আমার মনে হয় উনি স্যাক্সনদের কথা ভেবেছিলেন। - সম্পাদক

পেরেছিলাম যে, উনি সত্যিই একজন নৌ অফিসার। একত্রিশ বছর বয়সি লেফটেন্যান্ট, যিনি সতেরো বছর চাকরি করার পরে কমান্ডারের পদমর্যাদার ফাঁকা সম্মান সঙ্গে নিয়ে চাকরি ছেড়ে দেন। কারণ তার আর পদোন্নতি হওয়া অসম্ভব ছিল। রানির সেবা যারা করে তারা এমন কিছুই প্রত্যাশা করতে পারে। যখন সবেমাত্র নিজেদের কাজটাকে ভালো করে বুঝে একটা সম্মানজনক জীবন যাপন করার সূচনা ঘটছে, তখন সব কিছু ত্যাগ করে উনি শীতল জলের জগতে চলে আসেন। যাক গে, আমার মনে হয় এ নিয়ে তারা তত ভাবনা চিন্তা করেন না। তবে আমি শিকারি হিসাবেই আমার দিন যাপনের রসদ উপার্জন করতেই পছন্দ করব। এর মাধ্যমে আধ পেন্স রোজগার করাটাই খুব কঠিন, কিন্তু এর মতো উত্তেজনা আর কিছুতে পাবে না।

মানুষটার নাম আমি খুঁজে বার করলাম যাত্রীদের তালিকা থেকে – গুড, ক্যাপটেন জন গুড। মাঝারি উচ্চতার গাঁট্টাগোট্টা চেহারার, সাদা চামড়ার নির্ভীক কৌতূহলী চরিত্রের মানুষ। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো। কেবলমাত্র ডান চোখে একটা চশমার কাচ সব সময় পরে থাকেন। দেখে মনে হবে ওটা যেন তার শরীরের একটা অঙ্গ, কারণ ওটা কী দিয়ে আটকানো সেটা বোঝা যেত না। একমাত্র মোছার দরকার পড়লে ওটা খোলেন। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যখন উনি ঘুমান, তখনও বোধহয় ওটা পরেই থাকেন। যদিও সে ভাবনা আমার ভুল ছিল। ঘুমানোর সময় ওটা নিজের ট্রাউজারের পকেটে রাখেন। তার সঙ্গেই খুলে রাখতেন ফলস দাঁতের সেটটা। দুটো সুন্দর সেট ছিল ওর। আমার নিজের দাঁতগুলো অত সুন্দর নয়। টেনথ কম্যান্ডমেন্ট আউড়াতে আউড়াতে এই দশা হয়েছে! আমাকেও হয়তো ওরকম কিছুই করতে হবে।

একটুবাদেই সন্ধ্যা নেমে এল সঙ্গেই আবহাওয়ার অবস্থাও খুবই খারাপ হওয়ার কারণে আমরা ডেক পরিত্যাগ করে ভিতরে চলে গেলাম। এক তীব্র বাতাস ভূখন্ডের দিক থেকে ধেয়ে এল। তার সঙ্গেই স্বচ্ছ কুয়াশায় ঢেকে গেল সব কিছু। যা বাকি সবাইকেই ডেক থেকে বিদায় নিয়ে ভিতরে যেতে বাধ্য করল। আমাদের ডানকেল্ড জাহাজটা ফ্ল্যাটবটম পান্ট। যে কারণে বেশ হালকা। হাওয়ার ধাক্কায় একটু বেশিই দুলছিল। মনে হচ্ছিল খুব চেষ্টা করছে এগিয়ে যাওয়ার কিন্তু পারছে না। হাঁটাচলা করা প্রায় অসম্ভব বোধ হওয়ায় আমি ইঞ্জিনের এলাকায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জায়গাটা বেশ উষ্ণ। আমার ঠিক বিপরীত দিকে থাকা পেন্ডুলামটাকে দেখছিলাম। ধীরে ধীরে ওটা সামনে পিছনে দুলছিল। জাহাজের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে ওটা থেকেই কী পরিমাণ বেঁকে যাচ্ছে

সেটা ওটাকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম।

"ওই পেন্ডুলামটায় গন্ডগোল আছে, সঠিক মানের ওজন ওটাতে দেওয়া হয়নি", সহসাই একটা কণ্ঠস্বর আমার কাঁধের পিছন দিক থেকে বলে উঠল। ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলাম সেই নৌ অফিসারটিকে। যার দিকে একটু আগেই ডেকে আমার নজর গিয়েছিল।

"তাই নাকি! আপনার এরকম মনে করার কারণটা কী?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"মনে করা? আমি মোটেও মনে করছি না, যা ঘটছে সেটা বলছি", এই সময়ে জাহাজটা ডানদিকে একবার কাত হয়ে গেল। "যদি জাহাজটা সেইদিকেই কাত হয় যেদিকে ওই জিনিসটা নির্দেশ করছে, তাহলে নিয়ম অনুসারে সেদিকে কাত হওয়াটা উচিত নয়। এটাই আপাতত জেনে রাখুন। আসলে এই সব জাহাজগুলো শুধু ব্যবসাটাই বোঝে, বাকি সব ব্যাপারে বড্ড বেশি দায়িত্বজ্ঞানহীন।"

ঠিক এই সময়েই রাতের খাবারের ঘণ্টা বেজে ওঠে, যেটাতে আমি একটু খুশিই হই। কারণ, একজন রয়্যাল নেভির অফিসারের কাছ থেকে জাহাজের ব্যাপারে কোনও জিনিস শোনার মতো ভয়ঙ্কর বিষয় আর কিছু হতে পারে না। অবশ্য আমি এর থেকেও আরও একটি খারাপ জিনিস জানি, তা হলো ব্যবসায়িক জাহাজের ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে রয়্যাল নেভির অফিসারদের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা।

ক্যাপটেন গুড এবং আমি একসঙ্গেই ডিনার করতে গেলাম এবং দেখতে পেলাম স্যার হেনরি কার্টিস ইতিমধ্যে সেখানে এসে বসে আছেন। উনি এবং ক্যাপটেন গুড পাশাপাশি বসলেন এবং আমি বসলাম তাদের বিপরীতে। জলদিই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে শিকারসহ নানা বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। উনি আমাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বোঝাই যাচ্ছিল লোকটার নানান বিষয়ে জানার কৌতূহল অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান। আমিও আমার জ্ঞানমতো জবাব দিতে থাকলাম। আমাদের আলোচনায় এবার উঠে এল হাতির প্রসঙ্গ।

"আরে, স্যার", আমার কাছে বসে থাকা কেউ একজন বলে উঠলেন, "এ বিষয়ে এবার আপনি আপনি সঠিক লোককেই হাতের কাছে পেয়েছেন। শিকারি কোয়াটারমেনের মতো হাতির সম্বন্ধে জানে এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল।"

স্যার হেনরি, এতক্ষণ যিনি আমাদের কথাবার্তা চুপচাপ শুনছিলেন তিনি

এবার কথা বলে উঠলেন। "এক্সকিউজ মি স্যার", টেবিলের উপর সামান্য ঝুঁকে চাপা গম্ভীর কিন্তু শ্রুতি মধুর কণ্ঠে উনি জানতে চাইলেন, "মাফ করবেন, আপনার নাম কি অ্যালান কোয়াটারমেইন?"

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

বড়োসড়ো আকারের মানুষটা আর কোনও কথা বললেন না। কিন্তু আমি তাকে দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে চাপা স্বরে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে শুনলাম, "ভাগ্য সুপ্রসন্ন মনে হচ্ছে!"

ডিনার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা যখন কক্ষ ত্যাগ করছি, স্যার হেনরি আমার কাছে উঠে এলেন। বললেন, "যদি অসুবিধা না থাকলে আমার কেবিনে আসুন না, একটু ধুমপান করা যাবে।"

আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই উনি আমাকে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন। দারুণ একটা কেবিন। আসলে এটা একসঙ্গে দুটো কেবিন ছিল। স্যার গারনেট উলসলে না কে যেন ডানকেল্ডের উপকূলে নেমে যাওয়ার পর মাঝখানের পার্টিশনটা খুলে ফেলা হয়েছে। আর লাগানো হয়নি। কেবিনে একটা সোফা এবং তার সামনে একটা ছোটো টেবিল রাখা ছিল। স্যার হেনরি, স্টুয়ার্ডকে হুইস্কির বোতল নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। আমরা তিনজনে ওখানে বসে পাইপ ধরালাম।

"মিস্টার কোয়ার্টারমেন", হুইস্কি নিয়ে ফিরে আসার পর কেবিনের আলো জ্বালানো হল। স্যার হেনরি কার্টিস বললেন, "গত বছরের আগের বছর, এই সময়, আপনি ট্রান্সভ্যালের উত্তরে এমন একটা জায়গায় ছিলেন, যার নাম যদি ভুল না করি বামানগাটো।"

"হ্যাঁ, আমি ছিলাম।" উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবাক হলাম। এই মানুষটা আমার গতিবিধি সম্পর্কে মনে হচ্ছে ভালোই খবর রাখেন। যা সাধারণভাবে কোনও আগ্রহের বিষয় নয়। অন্তত আমার বিবেচনায় তো নয়।

"আপনি সেখানে ব্যবসা করছিলেন, তাই তো?" ক্যাপটেন গুড এবার বললেন।

"হ্যাঁ। ওখানে আমি ওয়াগন ভর্তি করে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। লোকালয়ের বাইরে একটা শিবির বানিয়ে যতদিন না সব বিক্রি হয় ততদিন ছিলাম।"

স্যার হেনরি আমার সামনে রাখা একটা মাদেইরা [কাঠের] চেয়ারে বসে হাত দুটো টেবিলের উপর রাখলেন। মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। বড়ো

বড়ো ধূসর চোখে দেখতে থাকলেন আমার মুখটাকে। উদ্বেগমাখা কৌতূহল মিশে ছিল সেই দৃষ্টিতে। "সেখানে আপনার সঙ্গে কি নেভিল নামের এক ব্যক্তির দেখা হয়?"

"হ্যাঁ। সে আমার শিবিরের পাশেই এক পক্ষকালের জন্য তাঁবু পেতেছিল। শহরের ভেতরে যাওয়ার আগে নিজের সঙ্গে থাকা গরুগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। প্রসঙ্গত জানাই, কয়েক মাস আগে একজন আইনজীবীর কাছ থেকে আমার কাছে একটা চিঠি আসে। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তার কী হয়েছে সে বিষয়ে আমি কিছু জানি কি না। আমার যা যা জানা ছিল সবই তো জানিয়ে দিয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ", স্যার হেনরি বললেন, "আপনার সেই চিঠিটা আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আপনি ওখানে বলেছিলেন যে, নেভিল নামের সেই ভদ্রলোক মে মাসের শুরুতে ওয়াগনে চেপে বামানগাটো ছেড়ে চলে যায়। তার সঙ্গে ছিল একজন ড্রাইভার, একটি ভুর্লুপার [দেহরক্ষী] এবং জিম নামের এক কাফির শিকারি। তার উদ্দেশ্য ছিল যদি সম্ভব হয় মাতালেবে দেশের চূড়ান্ত ট্রেডিং পোস্ট ইনিয়াতি অবধি যাওয়ার। যেখানে গিয়ে সে তার ওয়াগনটা বিক্রি করে দিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে যাবে। আপনি আরও জানিয়েছিলেন যে, নেভিল তার ওয়াগনটা ছ'মাস পরে বিক্রি করতে পেরেছিল। কারণ, সেই ওয়াগনটাকে আপনি এক পোর্তুগিজ ব্যবসায়ীর কাছে দেখতে পান। যে আপনাকে বলেছিল, সে ওটা ইনিয়াতিতে এক সাদা চামড়ার লোকের কাছ থেকে কিনেছে। যার নাম তার আর মনে নেই। সে এটাও জানিয়েছিল, সাদা লোকটার সঙ্গে স্থানীয় উপজাতির এক ভৃত্য ছিল। তারা দুজনে শিকারের উদ্দেশ্যে আরও ভেতরের দিকে চলে যায়।"

"হ্যাঁ।" এরপরে কিছুক্ষণ কেউ কোনও কথা বলেননি।

"মিস্টার কোয়াটারমেন", স্যার হেনরি হঠাৎ বললেন, "আমার তো মনে হয় না, আমি কেন মিস্টার নেভিলের উত্তর দিকের যাত্রা করা বা ঠিক কোন দিকে সে সফর এগিয়ে গিয়েছিল জিজ্ঞাসা করছি, সে ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন বা অনুমান করতে পারছেন?"

"আমি এ ব্যাপারে কিছু কথা শুনেছি", উত্তরটা দিয়েই চুপ করে গেলাম। বিষয়টা এমনই ছিল যা নিয়ে আমি আলোচনার উৎসাহ পাইনি।

স্যার হেনরি এবং ক্যাপটেন গুড একে অপরের দিকে তাকালেন। ক্যাপটেন গুড মাথাটা একবার ঝোঁকালেন।

"মিস্টার কোয়াটারমেন", স্যার হেনরি বললেন, "আমি আপনাকে এবার একটা কাহিনি বলতে চলেছি। সম্ভবত সেখানে আপনার পরামর্শ এবং সহায়তার দরকার পড়বে। যে এজেন্ট আমাকে আপনার চিঠিটি দিয়েছিল সেই আমাকে বলেছিল আমি এটাকে নির্ভরযোগ্য হিসাবেই মনে করতে পারি, আপনার মতোই, যিনি এই নাটালে একজন সর্বজনবিদিত শ্রদ্ধেয় মানুষ। বিশেষত আপনার বিবেচনার ক্ষেত্রে।"

আমি সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে এক ঢোঁক হুইস্কি এবং জল পান করলাম। নিজের বিভ্রান্তি গোপন করার জন্য। কারণ বাস্তবিকপক্ষেই আমি একজন বিনয়ী এবং কম কথার মানুষ।

স্যার হেনরি বললেন, "মিস্টার নেভিল আমার ভাই ছিলেন।"

"ওহ", আমি শব্দটা উচ্চারণ করেই আবার তার দিকে তাকালাম। এবার বুঝতে পারলাম স্যার হেনরিকে দেখে কার কথা আমার মনে ভেসে আসার চেষ্টা চলছিল। নেভিল ছিলেন উচ্চতায় হেনরির চেয়ে অনেক খাটো এবং কালো দাড়ি ছিল তার। তবে দুই ভাইয়ের ধূসর ছায়ামাখা চোখের দৃষ্টি একই রকম। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোও, খুব একটা আলাদা ছিল না।

"সে ছিল", স্যার হেনরি বলতে থাকেন, "আমার একমাত্র ছোটো ভাই। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত আমি ভাবতে পারিনি যে আমরা একে অপরের থেকে এক মাস দূরে দূরে থাকতে পারব। মাত্র পাঁচ বছর আগে একটা দুর্ভাগ্য আমাদের উপর এসে পড়ে। পরিবারে কখনও কখনও যেমন ঘটে আর কি। আমাদের ভেতর তীব্র ঝগড়া হয়। রাগের মাথায় আমি আমার ভাইয়ের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় আচরণ করে ফেলি।"

এখানে ক্যাপটেন গুড বেশ জোরের সঙ্গেই মাথা ঝাঁকান। জাহাজটাও একই সঙ্গে দুলে ওঠে খুব জোরে। তার সঙ্গেই আমাদের বিপরীতে স্টারবোর্ডে লাগানো লুকিং গ্লাসটাও প্রায় আমাদের মাথার উপর চলে এসেছিল। আমি পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসেছিলাম, তাকালাম উপরের দিকে। উনি এমনভাবে মাথা নাড়ছিলেন যার অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে। স্যার হেনরি এবার বললেন, "আশা করি আপনি জানেন, জমিকে ইংল্যান্ডে আসল সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হয়। যদি কোনও মানুষ উইল না করে মারা যায়, যার নিজস্ব জমি ছাড়া আর কিছু না থাকে; তাহলে সে সব জমি মানুষটার বড়ো ছেলের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। এরকমটাই ঘটে। যে সময় আমাদের ভেতর ঝগড়া বিবাদ চলছিল সেই সময় আমাদের বাবা উইল না করেই দেহত্যাগ করেন। এরকম কিছু করার